কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নে স্বাধীন হোসেন
(২৪) নামে এক নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে নন্দলালপুর এলাকায় একটি আমগাছের ডালে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্বাধীন হোসেন কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের মাঠপাড়া এলাকার আকমল হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় সোন্দাহ নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এলাকার লোকজন সোন্দাহ নন্দলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে একটি আমগাছে স্বাধীন হোসেনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে তারা কুমারখালী থানা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সোলায়মান শেখ বলেন, “সকালে একজন নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।”

এ ঘটনায় কুমারখালী থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদরের সোনাদহ বিল থেকে আব্দুল লতিফ (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৯ মার্চ) সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। সে গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত আইনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ভোর রাতের দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশের সোনাদহ বিলে মাছ ধরতে যায় আব্দুল লতিফ। এর পর সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি।

পরে সকালে কৃষকরা বিলে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশ ও পরিবারকে খবর দেয়। সেসময় পুলিশ তার পরিবারের সহযোগিতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ওসি আরো জানান, মৃতের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি। ধারনা করা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হতে পারে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিজ বাড়ি থেকে রকিবুল ইসলাম (২৫) নামে একজন পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের কাতলামারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রকিবুল ইসলাম এলাকার সামসুল ইসলামের ছেলে। তিনি পুলিশের কনস্টেবল পদে ঝিনাইদহ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন এবং ৫২তম পুলিশ কনস্টেবল ব্যাচের সদস্য।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোমিনুল ইসলাম জানান, পুলিশ সদস্য রকিবুল ইসলাম ছুটিতে বাড়িতে আসেন। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হন। পরে আবার রুমে প্রবেশ করে ভেতর থেকে আটকে দিয়ে গলাই রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে রকিবুলের স্ত্রী বাবার বাড়িতে রয়েছেন।

সেই সাথে আর্থিক ঋণের কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি এমন ঘটনা ঘটাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণের কাজ করছে।

ঝিনাইদহে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রানা মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২ টার দিকে উপজেলার সড়াতলা গ্রামের নিজ ঘরের আড়া থেকে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

রানা মন্ডল ওই গ্রামের মঈনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রানার স্ত্রী শম্পা খাতুনকে আটক করেছে।

প্রতিবেশীরা জানান, স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরে বনিবনা হচ্ছিল না রানার। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে।’

শৈলকুপায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটইবাজারে একটি অটো রাইস মিলের পাশে গাছের ডাল থেকে মিঠুন (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

মিঠুন শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে। শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদন্ত চলছে।

মরদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। এ ঘটনায় এলাকায় ভীতি ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে নিখোঁজের দু’দিন পর মিললো বৃদ্ধ’র মরদেহ

দু’দিন নিখোঁজের পর স্থানীয় মাঠ থেকে জবেদ আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ’র মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

রবিবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে জবেদ আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

জবেদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাদল শেখের

ছেলে। সে পেশায় একজন কৃষক। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে । মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, নিশ্চিন্তপুর মাঠে ওই কৃষকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। তবে তার মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

তবে, নিহতের বড় ছেলে আসাদুল ইসলাম জানান, গত দু’দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাকে পাওয়া যায়নি। পরিবারের আশংকা তাকে কেউ হত্যা করে তাকে মাঠে ফেলে রাখতে পারে।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় পরিত্যক্ত খালে মিলল নিখোঁজ ভ্যান চালকের মরদেহ

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের দুইদিন পর পরিত্যক্ত খাল থেকে আলমগীর হোসেন (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের আইন্দিপুর মাঠ থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন (৪০) উপজেলার ভালাইপুর মাঝেরপাড়া এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে। গত ২ অক্টোবর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় সে।

পুলিশ জানায়, নিহত আলমঙ্গীর হোসেন ব্যাটারি চালিত ভ্যানের চালক ছিল। গত ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর ফেরেনি সে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

নিহতের ভাই জহুরুল ইসলাম জানান, গত বুধবার সন্ধ্যায় তার ভাই আলমঙ্গীর হোসেন ব্যাটারি চালিত ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। ওই দিন রাতে বাড়ি না ফিরলে তাকে অনেক খোঁজাখুজি করা হয় এবং আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। শুক্রবার সকালে আইন্দিপুর মাঠের একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে পরিত্যক্ত খাল থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে ভ্যানটি পাওয়া যায়নি। তার ধারণা, তার ভাই আলমঙ্গীকে হাত-পা বেধে হত্যা করে ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ থাকলে মামলা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ইটভাটা শ্রমিকের মরদেহ নিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গায় ইটভাটার শ্রমিক শান্তর (১৮) মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে তার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা। আজ মঙ্গলবার (২ জুলাই) দুপুরে শহরের শহীদ হাসান চত্বর এলাকায় বিক্ষোভ করেছে তারা। বিক্ষোভকারীরা শান্তর অস্বাভাবিক মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করে।

এদিন দুপুর ২টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গ থেকে শান্তর মরদেহ নিয়ে শহরের শহীদ হাসান চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা। এসময় স্বজনরা বলেন, সোমবার (১ জুলাই) ফজর নামাজ শেষে সকালে শান্ত জালশুকা গ্রামে হিমালয় ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে আর বাড়িতে ফেরেনি।

খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে ওই ইটভাটার পেছনের পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে তারা দাবী করে। মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায় তারা। পরে সেখানে মানববন্ধন করেন আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা। এসময় পুলিশের আশ্বাসে গ্রামে ফিরে যান আন্দোলনকারীরা।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী জানান, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এটি হত্যাকাণ্ড কিনা এখনই নিশ্চিত নয়। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।

উল্লেখ্য, সোমবার (১ জুলাই) রাতে সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা গ্রামের হিমালয় ইটভাটার পুকুর থেকে শ্রমিক শান্তর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে পার্শ্ববর্তী ডিঙ্গেদহ পাওয়ারহাউজ পাড়ার আজিজুল হকের ছেলে। পরিবারের দাবী, তাকে হত্যার পর পুকুরের পানিতে ফেলে রাখা হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে

ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

মেহেরপুরে বিসিক ম্যানেজারের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে বিসিকের উপব্যবস্থাপক শামসুজ্জামান মিঠুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ রবিবার (২০ আগস্ট) সকাল ৮ টার সময় বিসিক কার্যালয়ের পাশের একটি আম গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শামসুজ্জামান মিঠু ঝিনাইদহ জেলার বাসিন্দা।

মেহেরপুর বিসিকের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ফয়সাল হাসনাত বলেন, কি কারণে দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেহেরপুর সদর থানার এসআই সঞ্জিব কুমার জানান, বিসিক কর্মকতার্র মরদেহ একটি রশিবাধা অবস্থায় বিসিক ক্ষুদ্র শিল্প এলাকার একটি আম গাছে ঝুলছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা ময়না তদন্ত শেষে জানা যাবে।